R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্শন সিন্ডিকেট

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট *

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
১৩ই নভেম্বর, ১৯৭৪ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

## সশস্ত্র রক্ষীর গুলিতে নাগরিক নিহত প্রতিবাদে রঘুনাথগঞ্জ বন্‌ধ

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ নভেম্বর--আজ ভোর ৫টা নাগাদ জঙ্গিপুর সাব-ট্রেজারীতে প্রহরারত সশস্ত্র রক্ষী কার্ত্তিক গুহের গুলিতে আদালতের মোক্তারের মোহরার বলরাম চৌবে (৪০) নামে এক নাগরিক নৃশংসভাবে ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন। বলরাম চৌবে প্রতিদিন ভোরে ট্রেজারীর পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরে শিব পূজো করতে যেতেন। আজও তিনি যথারীতি মন্দিরে পূজোয় গিয়েছিলেন। তাঁকে ট্রেজারীর প্রত্যেক প্রহরী চিনতেন। তাছাড়া কার্ত্তিক গুহ এবং নিহত চৌবের বাড়ী স্থানীয় বালিঘাটা অঞ্চলে।

গিয়ে দেখলাম, মৃতদেহের পাশে গুটিকয় ফুল সমেত সাজি, একটি জলের ঘটি ও একটি ছু'ব্যাটারী টরচ পড়ে রয়েছে। মৃতদেহ প্রহরীদের কাছ থেকে মাত্র দু'আড়াই হাত দূরে হাত কোঁকড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। দু' জায়গায় গভীর ক্ষত। নিহত চৌবের শোকাতুরা মা-স্ত্রী-বোনেদের পুলিশ সামলাতে পারছে না। মেয়েকে পুলিশ ইন্‌সপেক্টর সান্ত্বনা দিচ্ছেন। সে বড় করুন দৃশ্য। শত শত লোক বাইরে দাঁড়িয়ে। পুলিশ তাদের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। রক্ষী কার্ত্তিক গুহকে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। জঙ্গিপুর আদালতের ব্যবহারজীবীরা কার্ত্তিক গুহের পক্ষ সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় গুহর জামিন হয়নি।

**শোক-মিছিল ও বন্‌ধ:** বেলা ৯টার মধ্যেই শহরের সমস্ত দোকান-পাট নিহত বলরাম চৌবের প্রতি বিনা প্ররোচনায় পুলিশের গুলি চালনার প্রতিবাদে বন্ধ হয়ে যায়। বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ নিহত বলরাম চৌবে ওরফে বলাই-এর মৃতদেহ নিয়ে এক বিরাট শোক মিছিল শহর পরিক্রমা করে। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে দেখা গেছে সেই শোক মিছিলে।

**শোকসভা:** নিহত বলাই-এর অকাল মৃত্যুতে সেই দিনই বিকেলে সদরঘাটে অনুষ্ঠিত এক শোকসভায় পুলিশের এই জঘন্য কাজের জন্য তীব্র ধিক্কার জানানো হয়।

**প্রতিশ্রুতি:** জেলা পুলিশ সুপার কমল গুহ খবর পাওয়া মাত্রই রঘুনাথগঞ্জে চলে আসেন। তিনি এ ঘটনাকে 'চক্রান্তমূলক হত্যা' বলে অভিহিত করেন এবং নিহত চৌবের পরিবারকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন বলে প্রকাশ।

**ক্ষোভ:** একজন নিরীহ নিরপরাধ নাগরিকের প্রতি পুলিশের এই অত্যাচারে সারা মহকুমার জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তীব্র নিন্দা করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বলরাম চৌবের মা, স্ত্রী, দুই বোন ও দুই ছেলেমেয়ে বর্ত্তমান।

## জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ে অবৈতনিক বি-এড শিক্ষণ কেন্দ্র

জঙ্গিপুর: এই অঞ্চলের মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ গ্রহণে সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে নৈশ বি-এড শিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তবে ডাক ও তার বিভাগের অব্যবস্থার জন্য ওই নির্দেশসম্বলিত চিঠিটি দেরীতে আসায় তাড়াহুড়ো পড়ে গিয়েছে। চিঠিটি কলকাতায় পোষ্ট করা হয়েছিল সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে, এখানে পৌঁচেছে ৭ নভেমবরে। ওই চিঠিতে ১৫ তারিখের মধ্যে শিক্ষকদের নাম পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। চিঠিটি দেরীতে পেলেও স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ এই শিক্ষণ কেন্দ্র যাতে ১ ডিসেম্বরে খোলা যায় তার জন্য সরকারীভাবে যোগাযোগ করেছেন। সরকারী এই শুভ প্রচেষ্টা স্থানীয় শিক্ষকদের শিক্ষণ লাভ (বি-টি ট্রেনিং) এবং ইনক্রিমেনট লাভের বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অনেক দিন থেকেই শিক্ষকরা ওই দাবি করে আসছিলেন। এতদিনে তা পূর্ণ হ'ল।

## ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে বাসের চাকা অচল

রঘুনাথগঞ্জ, ১৩ নভেমবর—যন্ত্রপাতিমূল্য বৃদ্ধির কারণে বাসে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে বাস মালিক সমিতি ১১ নভেমবর থেকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য জেলায় বাস ধর্ম্মঘট শুরু করেছেন। এর আগেও তাঁরা ওই দাবিতে বাস ধর্ম্মঘট করেছিলেন। জেলা শাসক বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁরা সেই ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলা আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষ আট কিলোমিটারের পর প্রতি চার কিলোমিটারে মাত্র এক পয়সা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

### আরও একটা হল্‌ট ষ্টেশনের দাবি

সাগরদীঘি, ১২ নভেমবর—পূর্ব রেলের (হাওড়া ডিভিশন) সাগরদীঘি ও মোরগ্রাম ষ্টেশনের মাঝে, সাগরদীঘি ষ্টেশন থেকে মাত্র দু'মাইল দূর জালবান্ধায় আরও একটি হল্‌ট ষ্টেশনের দাবি উঠেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। পাঁচ-ছ'টা গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ ওই দাবিসম্বলিত গণ-স্মারকলিপিতে সই সংগ্রহ করছেন। সেগুলি বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও রেল মন্ত্রকের নিকট বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। ন'পাড়া, গোঁসাইগ্রাম বা বোখারায় হল্‌টের দাবিতে যেভাবে লাইন অবরোধ করা হয়েছিল বা যেভাবে আন্দোলন করা হয়েছিল, জালবান্ধায় হল্‌টের দাবিতে তাঁরা সেভাবে ট্রেন আটকাবেন না বা আন্দোলন করবেন না। তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে মূল দাবিতে অহিংস-সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার
ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
**ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা**
( জেনারেল মার্চ্চেন্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স )
পোঃ ধুলিয়ান, ( মুর্শিদাবাদ )

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে কার্ত্তিক বুধবার, সন ১৩৮১ সাল।

## 'জগৎজননী মা না হত যদি......'

জগন্মাতৃত্ব ও জগৎপিতৃত্ব– এই উভয় শক্তির স্বপ্রকাশ চৈতন্যসমুদ্রে। পিতৃত্ব-শক্তির স্বপ্রকাশে তিনি জগৎপিতা, মাত্রাশ্রয়ী লক্ষ্যে চিন্ময় সমুদ্রে তিনি পরমেশ্বরী জগন্মাতা—কালী, দুর্গা ইত্যাদি।

শ্রীভগবান্‌কে মাতৃরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাতৃভাবাসক্ত বাঙ্গালীই। বাঙ্গালীর মত 'মা' বলিয়া ডাকিতে আর কেহ পারে নাই। 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক/জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক।' —মাতৃমন্ত্রের দীক্ষা জগৎবাসীকে শুনাইয়াছে এই বাঙ্গালী। তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকা আমাদের পৈতামহ সংস্কার। সাধকের হৃদ্‌গত ভাবই সাধনার মূল ভিত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ভাব কি জান? তাঁর ( ঈশ্বরের ) সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা– এর নাম।"

ভক্ত-সাধকের চোখে কালী সুন্দরে ও ভৈরবে সমন্বিতা। তিনি করালবদনা, ঘোরা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, রক্তনয়না, সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননা। তাঁহার বাম করে অসি, ও ছিন্নমুণ্ড এবং দক্ষিণ করে অভয় ও বর। তিনি ভয়ঙ্করী অথচ স্মেরাননা; ভীষণা অথচ মধুরা। তিনি ধ্বংসে উন্মত্তা—মনের আসুরপ্রবৃত্তি যাহা মনুষ্যত্ববিকাশের পরিপন্থী, তাহারই ধ্বংস। তিনি অভয়া, শরণ্যা তাঁহারই যিনি বলেন—'বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা? আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।' ভক্ত সাধককে হাস্যযুক্তা হইয়া তিনি বর দান করেন। তখন 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়/ কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়'।

শিব-শক্তি সাধনার পীঠভূমি পশ্চিমবঙ্গে মানবতা বিঘ্নিত; অসুরের দাপট জনজীবনের প্রতি স্তরে। শক্তিময়ীর আরাধনায় আজিকার মহানিশার উদ্‌যাপন, সার্বিক দুর্গতির মাঝে দীপান্বিতা অমারাত্রির পরমলগ্নে সেই 'মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ' ভীষণা শ্যামার কাছে নিবেদন করি: 'এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয়নি মা তোর মনের মত'?

---

## এই মৃত্যু মর্মান্তিক

গত ৭ নভেম্বর ভোর ৫টা নাগাদ জঙ্গিপুর সাব ট্রেজারীর প্রহরারত রক্ষী কার্তিক গুহের গুলিতে বালিঘাটানিবাসী বলরাম চৌবে নিহত হইয়াছেন। নিত্যপ্রথামত ট্রেজারী সংলগ্ন শিব-মন্দিরে পূজা করিবার উদ্দেশে বলরামবাবু ফুল তুলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাইতে হইল। তাহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল অপরাধীর সাজা দাবী করা হইল; ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ লইয়া শোক মিছিল, পরে শোকসভা হইল; পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে আসিয়া ইহাকে নাকি 'চক্রান্তমূলক হত্যা' বলিয়াছেন এবং নিহত চৌবের পরিবারবর্গকে সকল রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন বলিয়া খবরে প্রকাশ। নানা সংবাদপত্রে নানা আকারে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গুলিচালনা উদ্দেশ্যমূলক অথবা কর্তব্য-সাধনের ব্যাপার কিনা আমরা তাহা জানি না। তবে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা হইলে প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিত। হতভাগ্য চৌবের এই মৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

## উলটাপুরাণ

—চিন্তামণি বাচস্পতি—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপে,

যথাসময়ে প্রেরিত আপনার বিজয়া-সম্ভাষণ ডাক বিভাগের কৃতিত্বে ভূতচতুর্দশীর দিন পাইয়া পবনবাবু মারফৎ প্রত্যভিনন্দন পাঠাইলাম। আপনারা আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিবেন। আমার শুভেচ্ছা সব সময়েই আন্তরিক; কারণ আমি কোথাও আমার হৃদয় বন্ধক রাখিবার সৌভাগ্য লাভ করি নাই।

আপনার পত্রোত্তরে জানাইতেছি, পুরাণ লেখা বন্ধ করি নাই। হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইবার পূর্বে উহা বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পুরাণ প্রকাশে বড়ই অনীহা। যাহা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাহার পাঠক প্রয়োজন। বর্তমানে পাঠক আছেন কি?

যাহারা দিন আনে দিন খায় ( অর্থাৎ উপবাসী থাকে ) তাহারা অন্নচিন্তা চমৎকারা নিরক্ষর। পুরাণ পাঠ করিতে পারে না। যাঁহারা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী তাঁহারা সমস্যা জর্জরিত অনবকাশ জীবন কাটাইতেছেন। পুরাণ পাঠের সময় ও মন নাই। যাঁহারা এই ডামাডোলের বাজারে কেবল অর্থান্বেষণ করিতেছেন তাঁহাদের নিকট পুরাণের পরমার্থ রুচিকর নয়। কাজেই পাঠকের শূন্য শ্রেণীর প্রতি চাহিয়া পুরাণ প্রকাশে অনীহা।

তবু যদি এখনও কোন অবুঝ-সবুজ প্রাণ ধান্দাবাজীর বাহিরে থাকিয়া সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখেন তবে তাঁহার জন্যও অন্ততঃ পুরাণ প্রকাশ করা সমীচীন। এই দুরাশায় ভরসা রাখিয়া কিছু রচনা পাঠাইলাম। স্থান সংকুলান করিয়া সময় মত প্রকাশ করিতে পারেন।

পাকা ধানে কানে বাজে লক্ষ্মীর নূপুর,
আকাশের চোখে হাসি– সোনালী দুপুর।
ঘরে বসে শুনে ওই ফসলের ডাক,
মজুরাণী ভাবে মনে এ দুখ পোহাক।
সারা দিন মাঠে খেটে পাব পাকা ধান
ছেলেটাকে দিব ভাত—বাঁচাব পরাণ।
মজুরের বুকে জমে বিষ দীর্ঘশ্বাস।
ঋণ শোধ দিতে হবে—ক'রে উপবাস।
মাঠে মাঠে খেটে যাবে, পাবে কটা ধান?
তাই দিয়ে শোধ দিবে মহাজন-দান।
মহাজন ব্যস্ত হন, এলো মরশুম।
হিসাবের খাতা পাকা—আদায়ের ধুম।
জোতদার ভাবে লেভি-আইন-উকিল।
ঘুষ দিব! ভোট দিব! ঘাড়ে দিব কিল।
ব্যবসায়ী প্যাঁচ আঁটে দাম কমাবার,
তবে না মজুত হবে জুৎ করে তার।
করডনে পুলিশ নাচে—ডিউটি পেয়ে।
নবান্নের দিন আসে সানন্দে ধেয়ে।
মাঠে মাঠে ধান কাটে অসংখ্য মজুর—
হায় রে সোনার ধান! —বঞ্চনা প্রচুর।

দীপান্বিতায় কোটি প্রদীপ জ্বেলে -
ঘুচিয়ে দেবে আমার অন্ধকার!
লক্ষ কোটি দরিদ্রতায় জ্বলে;
টলে কি তাই সঞ্চয়ের পাহাড়?

নির্মম পীড়ন যবে বোবা করে জনতার প্রাণ।
আমি যেন গেয়ে যাই পীড়িতের যন্ত্রণার গান।

## রাস্তার দুরবস্থা মোচনে ঢিলে-তেতলামি

মির্জাপুর, ৮ নভেম্বর– রঘুনাথগঞ্জ থেকে সাগরদীঘি যাবার একমাত্র রাস্তাটি বেশ কয়েক মাস যাবৎ অচল. জন্মাবধি মেরামতের অভাবে রাস্তাটি স্থানে স্থান পাথর উঠে গিয়ে পাঁচনপাড়া, দক্ষিণপাড়া, মির্জাপুর প্রভৃতি জায়গায় এমন মারাত্মক অবস্থায় পৌছেচে যে সাইকেল, রিক্সার তো বটেই সন্ধ্যার পর অন্ধকারে পায়ে হাঁটার পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এই রুটে কান্দি, ফরাক্কা, বহরমপুর পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বাস চলত। টায়ারের ক্ষতির আশংকায় বুদ্ধিমান বাস মালিকরা সেগুলি অন্যরুটে চালাচ্ছেন। ফলে সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ থানার প্রায় পঁচাত্তর আশিটি গ্রামের অধিবাসীদের শহরাঞ্চলে যাতায়াতে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। অনেক লেখাজোখা, দাবি দাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ রাস্তাটি মেরামতের জন্য প্রায় ১৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। কাজও শুরু হয়েছে, চলছে। তবে তড়িঘড়ি নয় ঢিলে-তেতলামিতে।

## স্থানীয় জনস্বার্থ রক্ষা কমিটি কি এবং কেন?

—সত্যনারায়ণ ভকত

এগিয়ে এলেন সংসদ সদস্য হাজী লুৎফল হক। তিনি স্থানীয় বেকার ও ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ রক্ষার জন্য লোকাল কমিটি গঠন করলেন। তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানালেন (১) চাকরির ব্যাপারে স্থানীয় বেকারদের অগ্রাধিকার দিতে হবে (২) ব্যারেজ তৈরী করতে গিয়ে উচ্ছেদের ফলে গ্রামের যে সব লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের স্বার্থ রক্ষার কথা কর্তৃপক্ষকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে (৩) এমপ্লয়মেনট্ একসচেনজে অবৈধ নাম রেজিস্ট্রী করা চলবে না।

তখন ফরাক্কায় বাইরের যে সব লোক কাজ করতেন তাঁরা তাঁদের অ আত্মীয়-স্বজনদের ভুয়া ঠিকানায় স্থানীয় প্রমাণিত করে চাকরির সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আর এ কাজে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন বামপন্থী পরিচালিত ওয়ারকারস্ ইউনিয়ন। বামপন্থী হলেও তাঁরা একে ছিলেন বাইরের লোক তার ওপর সুবিধাবাদী। এখনও যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে সাচ্চা বামপন্থী একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভোটে জেতার জন্য এবং গদী আঁকড়ে থাকার জন্য এঁরা যে কোনও কাজ করতে পেছপা নন। এঁদের কাজই হ'ল —'লাগিয়ে রাখো, গুছিয়ে নাও।' এঁরাই আবার সি-পি-এম থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসী সেজে এন-এল-সি-সি গড়েছেন! এঁরা স্থানীয় লোকেদর স্বার্থের কথা ভাববেনই বা কেন? এঁরা এতদিন আখের গুছিয়েছেন আর স্থানীয় বেকারদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। স্থানীয় বেকারদের স্বার্থে কাজ করেছেন এমন কোন সাচ্চা বামপন্থী দেখান তো ফরাক্কায় বিভিন্ন স্তরে কর্মরত ২৬৮০ জনের মধ্যে স্থানীয় ক'জন আছেন আর আপনাদের সাঙ্গানো তথাকথিত 'স্থানীয়' ক'জন আছেন?

১৫ বৎসর কোন স্থানে বসবাস করলে সেখানকার স্থানীয় বলে বিবেচিত হয়—এই সংজ্ঞাটিকে সুবিধাবাদীরা নস্যাৎ করে দিয়ে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বেকারদের ভুয়া ঠিকানায় স্থানীয় প্রতিপন্ন করে চাকরিতে অগ্রাধিকারের সুযোগ করে দিলেন। ফল হ'ল মারাত্মক। প্রকৃত স্থানীয় বেকার ও ক্ষতিগ্রস্তরা বঞ্চিত হয়ে মুখ খুললেন। তাঁরা জানতে চাইলেন, হলদিয়া, দুর্গাপুর এমনকি বীরভূমের আহমেদপুর চিনি কলে নাম লেখাতে গেলে রেশন কারডের দরকার হয়। কিন্তু ফরাক্কায় রেশন কারডের দরকার হ'ল না, কেবলমাত্র গেজেটেড অফিসারের সারটিফিকেটেই 'স্থানীয়' বলে গণ্য করা হ'ল? (চলবে)

### ছায়াবাণীতে লক আউট চলছে

রঘুনাথগঞ্জ: স্থানীয় ছায়াবাণী সিনেমায় লক আউট তৃতীয় সপ্তাহে পড়েছে। বোনাসের দাবিতে মালিক ও কর্ম্মচারীদের মতবিরোধের ফলে গত ২৩ অকটোবর থেকে এই লক আউট চলছে। জানা গিয়েছে, মালিকপক্ষ হল খুলতে রাজী হননি। লক আউটের ফলে হলের কর্ম্মচারী ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ছোট ছোট চা ও খাবারের দোকানদাররা। ইতিমধ্যেই অনেকে ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছেন।

### দুই নাটকের অসামান্য সাফল্য

সাগরদীঘি: তাঁতিবিড়ল কাত্যায়নী নাট্য সমিতির ৯ ও ১০ নভেম্বরের নিবেদন 'টিপু সুলতান' ও 'আমাদের দাবি' নাটক দু'টি বেশ সাবলীলভাবে অভিনীত হয়েছে। টিপু সুলতানের নাম ভূমিকায় অভিনয়ে ও পরিচালনায় লুৎফর রহমানের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে। হায়দার আলির ভূমিকায় আবদুর রসিদ, মঁশিয়ে গালীর বৃন্দাবন ভট্টাচার্য, রুণী বেগমের তিলক দেবী, কৃষ্ণাবাঈ-এর পারুলবালা, নানা ফাড়নাবীশের নুরুল হক অভিনয়ে কিছু কিছু ছাপ রেখেছেন। তা ছাড়াও রফিকুল, ফটিক, মুস্তাকিম ও লালের নাচ দর্শকদের চোখকে ষ্টেজে নাচিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

## ভাল খেলেও ক্যানেল ডিভিশন হেরে গেল

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ নভেম্বর—না, ভাল খেলেও ফরাক্কা ক্যানেল ডিভিশন শেষ রক্ষা করতে পারল না। ক্ষণিকের সুযোগে পুলিশ দলের কালিদাস মুখারজি এস ডি-ও রিক্রিয়েশন শীলডের ফাইনালে বাজী মাৎ করে খেলার একমাত্র জয়সূচক গোলটি দিয়ে শীলড ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

গতকাল বিকেলে ৩-১৪ মিনিটে স্থানীয় এস-ডি-ও কোরট মাঠে এই ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় প্রায় আগাগোড়াই ক্যানেলের প্রাধান্য বজায় ছিল। তারা বহু সুযোগ পেয়েও পুলিশ দলের গোল রক্ষকের দৃঢ়তায় ব্যর্থ হয়। পুলিশ দলও কয়েকটি সুযোগ পায়। দ্বিতীয়ার্ধে ১২ মিনিটের মাথায় ক্যানেল দলের বেণীদা একটি অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করেন।

খেলা শেষ হতে যখন ৫ মিনিট বাকী ঠিক তখনই পুলিশের কালিদাস ফাঁকা বল পেয়ে তার সদ্ব্যবহারে মাঠের "হিরো" বনে যান। খেলা শেষ হওয়ার মুহূর্তে রেফারী সুশান্ত পাণ্ডে উভয় দলের দু'জন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বহিষ্কার করেন।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন মহকুমা শাসক নরসিংহম ভেঙ্কট জগন্নাথন। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান পুলিশের গোলরক্ষক অভিলাষ চৌধুরী। —বিমান হাজরা


Wanted students from among the approved teachers with teaching experience of at least one year in a permanent vacancy in any school to undergo B. Ed. training course (for 18 months) to be held in the evening for 3 periods daily from 1.12.74 in the Jangipur H. S. (M) School premises as selected and proposed by D. P. I., West Bengal. Please apply to the undersigned on or before 22.11. 74. with a certificate from their respective Headmasters, regarding their release for the deputation. For further details regarding allowance etc. contact the office. No remuneration will be charged by the school for the training.

Mukti Pada Chatterji
Secry, Jangipur H. S. M. School M. C.
P.O. Jangipur (Murshidabad)
12. 11. 74

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

—সকল প্রকার
ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

মদনগোপাল মেমানী
এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড
কমিশন এজেন্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

অশনি সংকেত
প্রগতিশীল সাহিত্য মাসিক
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
বাস্তবধর্মী লেখা পাঠান।
কার্যালয়:— সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ

## ধরতে পারলে দু'টাকা, না পারলে চাকরি খতম!

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ নভেম্বর—কোন হোম গারড, কনস্টেবল ও এন-ভি-এফ এক কুইন্টাল চাল বা ধান ধরতে পারলে তাকে দু'টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। গত সপ্তাহে এক বৈঠকে জেলা পুলিশ সুপার কমল গুহ এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেন। এখানে যে চাল বা ধান আমদানী হবে তা ধরতে নিষেধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র এখান থেকে যে চাল বা ধান পাচার করা হবে সেই চাল বা ধান ধরে দিলে কুইন্টাল প্রতি দু'টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। চাল ধান ধরার ব্যাপারে ঘুষ নেওয়া বন্ধ করতেই নাকি এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। আজ এক বার্তায় বলা হয়েছে যে, সাত দিনের মধ্যে কোন রকম চাল বা ধান ধরতে না পারলে এন-ভি এফ ও হোম গারডদের চাকরি থাকবে না। গতবারের মত চাল পাচারকারী ট্রাক ধরে দিতে পারলে ৫০০ টাকা পুরস্কারের রীতি এবারও চালু আছে। তবে এক্ষেত্রে যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে।

### ক্লাবে অগ্নিসংযোগ, গ্রেপ্তার ৫

জঙ্গিপুর: গত ৪ নভেমবর রাত্রে গোফুরপুর বরজের জনপ্রিয় ক্লাবে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ এই মর্মে এক অভিযোগ পেয়ে ৬ নভেমবর সেখান থেকে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে।


দীপান্বিতার অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

**বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্**

ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন : ২৬


### নিলামের ইস্তাহার

**চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত**

নিলামের দিন ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭৪

৭ মনি/৭১ ডিঃ নেমিচাঁদ ভৈরবক্স ফার্ম দেঃ কনকেন্দ্রনাথ দাস দাবি ৬৭৬·২৮ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ওসমানপুর ৪৮ শতকের কাত ৫·০৩ পঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেরেস্তায় লেখা যায়। আঃ ৫০০৲ খং ৭৪১ স্বত্ব রায়ত স্থিতিবান।

(১ম পৃষ্ঠার পর) **বাসের চাকা অচল**

করে ভাড়া বৃদ্ধি অনুমোদন করেছিলেন। বাস মালিক সমিতি সেই বর্দ্ধিত ভাড়াকে নিষ্ঠুর পরিহাস বলে মন্তব্য করেছেন। রাজ্য সরকার রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত যখন গ্রহণ করছেন তখন এই জেলার বাস মালিকদের ভাড়া বৃদ্ধির দাবির প্রতি অবিচার করছেন বলেও তাঁরা জানিয়েছেন। জেলা শাসকের সঙ্গে তাঁরা আবার বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু সে বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। সরকারী অনমনীয় মনোভাব শিথিল ও ভাড়া না বাড়ানো পর্যন্ত এই ধর্ম্মঘট চলবে বলে জানা গেছে। আজ এস-ইউ-সি'র নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ মিছিল বাস ধর্ম্মঘটের বিরোধিতা করে 'এস-ইউ-সি দিচ্ছে ডাক, বাস ধর্ম্মঘট নিপাত যাক' ধ্বনি দিতে দিতে এই শহর পরিক্রমা করে।


**দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ**

**অরঙ্গাবাদ : মুর্শিদাবাদ**

ভাগীরথী তীরবর্তী মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সুদৃশ্য কলেজ ভবন। স্নাতক শ্রেণীতে কলা ও বাণিজ্য-বিভাগে ভর্তি চলছে। দিবা বিভাগে সহ-শিক্ষাসহ ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ানো হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স আছে। নৈশবিভাগে বাণিজ্যে এ্যাকাউন্টেন্সিতে অনার্স আছে। লোড-শেডিং সত্ত্বেও ক্লাস চলাচলের অসুবিধা হয় না। ছাত্রাবাসের সুবিধা আছে। অভিজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলী। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়। ভর্তির জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন।

(Advt C-74) —অধ্যক্ষ



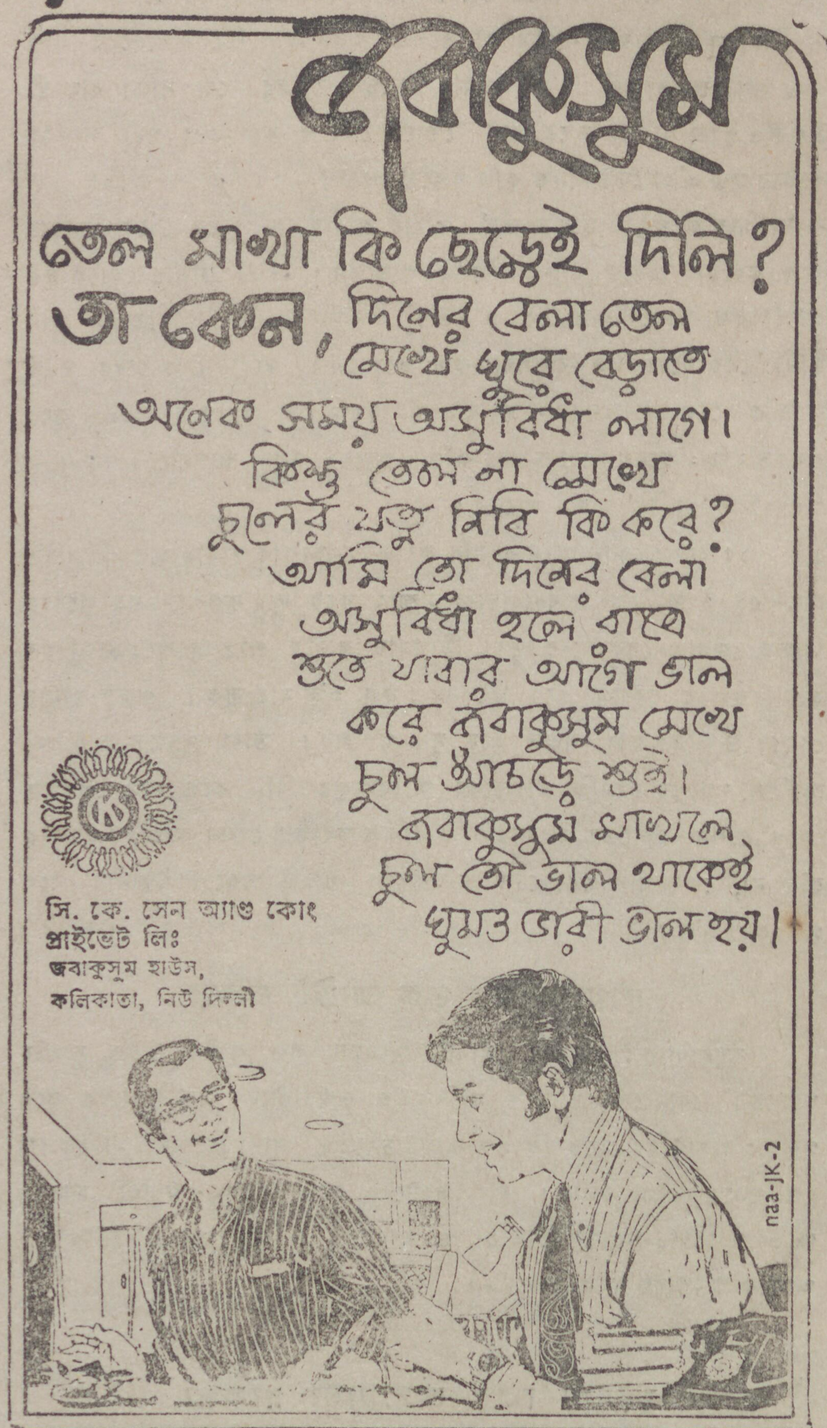



রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।


ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭

—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—

★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি

**বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ**

পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)